

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
আক্ষলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়

রংপুর

স্মারক নং - ২৪.০৬.৮৫০০.০৩২.০১.০০৭.১৪.৬৬৯

তা. - ১৬/১১/২০২০

বিষয় : সোহাগদ এন্ড মালু বারী, পরিচালক (সম্প্রসারণ) ও প্রকল্প পরিচালক "রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র্য হাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২১/১০/২০২০ তারিখ হতে ০১-০১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অনুগতি প্রেরণ প্রস্তুত।

সূত্র: বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ০৯-১১-২০২০ তারিখের ২৪.০৬.৮৫০০.০৩২.০১.০০৭.১৪-২০১ নং স্মারক

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অনুগতি
১	প্লট যেহেতু নতুন ঝুঁতচারা রোপন করা হয়েছে সেক্ষেত্রে অক্ষত ১ বছর পর্যন্ত চারাশুলোর ঘর নিতে হবে এবং ঝুঁত প্লটের চারপাশে ঘেরা/বেঢ়া দিতে হবে।	নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন হচ্ছে।
২	এ বছর ইকেব যেসব ঝুঁতচারা রোপন করা হচ্ছে সেগুলো যাতে সঠিকভাবে টিকে থাকে সে বাপারে সংশ্লিষ্ট মানেজার এবং পাহারাদার কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রদানের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশনা দেয়া হলো।	সঠিকভাবে ঝুঁতচারা রোপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৩	ইউনিয়ন পরিষাদের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা মির্বাহী অফিসারের সাথে আলোচনা করে তাদের পিছিত অনুমোদন নিয়ে উক্ত রাষ্ট্রীয় ঝুঁতচার স্থাপনের জন্য বলা হলো।	বাস্তবায়ন হচ্ছে।
৪	(ক) নতুন রোপনকৃত ঝুঁতচারার সাথে মানসম্মত শুট দেয়ার জন্য বলা হলো। (খ) সংশ্লিষ্ট পাহারাদারকে প্রতিদিন ৫০ টি পাছ নির্বাচন করে পরিচয়ী করার জন্য বলা হলো। (গ) ত্রুক স্থাপনের সাথে সাথে প্রকল্পের নাম সম্বলিত সাইনবোর্ড দিতে হবে এবং সাইনবোর্ডে পাছ নষ্ট করা "দক্ষিণ অপরাধ" শব্দটি লিখে দিতে সংশ্লিষ্ট মানেজার সম্প্রতি বলা হলো।	বাস্তবায়ন হচ্ছে।
৫	(ক) আইডিয়াল পজিজ প্রথম শর্ত হলো প্রত্যেক চাষীর ৮ শতক (৫ কাঠা) নিজস্ব জমি থাকতে হবে। (খ) পলুঁঘর নির্মান করার জন্য বাড়িতে পর্যাপ্ত আয়োজন থাকতে হবে। (গ) সমর্থিত প্রকল্পের চাষী বসন্মাদের এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। (ঘ) একই পরিবার থেকে একাধিক চাষী নির্বাচন করা যাবে না। (ঙ) ত্রুক, আইডিয়াল এবং সাধারণ চাষী পূর্বক হবে।	নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
৬	(ক) বীজাগারে "সাধারণসিল পাস্প" বসানোর জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনুমোদনের জন্য বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং ফার্ম মানেজার'কে নির্দেশ দেয়া হলো। (খ) পিং বীজাগারে ডিম উৎপাদনের লক্ষে বগুড়া রেশম বীজাগারের রাস্তার পশ্চিম পাশের ৭ বিঘা জমিতে ঝুঁতচাষ করতে বলা হলো।	নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আপনার অনুগত

পরিচালক (সম্প্রসারণ) ও প্রকল্প পরিচালক
"রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর
জেলার দারিদ্র্য হাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

১৬/১১/২০২০

(স্বীকৃত: মাহবুব-উল-হক)

উপপরিচালক

আক্ষলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়,
রংপুর।